নারী অথবা বাঘ

এফ.আর.স্টকটোন

ভাষান্তর ঃ নন্দিতা ঘোষ

অনেক অনেক দিন আগে বাস করত এক আধো বর্বর রাজা। অবশ্য ল্যাটিন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে তার আদিম বর্বরতাকে চকচকে রাংতা দিয়ে ঢ াকতে শিখেছিল। তার কল্পনাশক্তির সীমা ছিল না। অসীম প্রতাপ আর কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতেসময় লাগত না। প্রায়ই, রাজা নিজের সঙ্গে নিজেই অ ালাপ করত। এবং সে তার নিজের সঙ্গে যখন একমত হত তখনই কাজ সমাপ্ত হত। যখন তার ঘরের ও রাজ্যের প্রতিটা লোক নির্দিষ্ট পথ ধরে চলত তখন র াজার মেজাজ থাকত খুশি। কিন্তু যখনই কোন কারণেতার গ্রহ পথ ছেড়ে বাইরে চলে যেত, তখন রাজা হত আরো খুশি। এই ত সে চায়,-বাঁকাকে সিধা কর ার মধ্যে ছিল রাজার পরম তৃপ্তি।

ল্যাটিন সভ্য জগতের কাছ থেকে কিছু কিছু ভাবনা চিন্তা ধার করে নিজের বর্বরতার অংশকে ঢাকতে রাজা কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। তারই মধ্যে শ্রেষ্ঠধার করা বুদ্ধি ছিল "রাজ মঞ্চ"। এই মঞ্চ মানুষ ও পশুর নানা বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রজাদের মন ও চি সূক্ষ্ম ও সুন্দর করে তুলত। কিন্তু এখানেও রাজা অন্ধ অনুকরণ করত না-কলা কৌশলে দেখা যেত তার নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ। জনসাধারণকে শুধুমাত্র পশুর হাতে বীরের মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গীত শুনিয়ে রাজা ক্ষান্ত হত না। রাজা চাইত তার প্রজাদের মনের আরো প্রসার হোক। অজানা ভয়াবহ গহ্বর দ্বারা বেষ্টিত এই বিশাল মঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছিল অপরাধীকে নিরপেক্ষ বিচার করে শাস্তি দিতে। নির্দোষিকে দেওয়া হত বাঁচবার সুযোগ।

যখন কোন প্রজা এমন একটা অন্যায় কাজ করত যা, রাজার নজরে পড়ত তখন জনসাধারণকে জানানো হত যে এক
টা নির্দিষ্ট দিনে রাজ মঞ্চে আসামীর ভাগ্য বিচার করা হবে। রাজ মঞ্চই বটে! যদিও কলাকৌশলের আকার আকৃতি বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছিল তথাপি মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজার পরিকল্পনা। ল্যাটিন প্রতিবেশী থেকে ধার করা রীতি নীতির ওপর রাজা চাপিয়ে দিত নিজের কল্পনার ব্যক্তিগত ছাপ।

প্রজারা যখন মঞ্চ ঘিরে ভিড় করত, রাজা রাজপরিবার ও সভাসদগণের সাথে উচ্চ আসন গ্রহণ করত। রাজার নির্দেশে এক পাশের দরজা খুলে যেত ও অ াসামী বেরিয়ে আসতো। ঠিক তার বিপরীতে দুই দিকে পাশাপাশি ছিল দুখানা দরজা—একই রকম দেখতে। আসামির কর্তব্য ও সৌভাগ্য ছিল হেঁটে গিয়ে যে কোন একটা দরজা খুলে দেওয়া। তার খুশিমত সে যে কোন দরজা খুলতে পারত। নিরপেক্ষ অদৃষ্ট ছাড়া কেউ আসামিকে সাহায্য করার ছিল না। একখানা দরজা থেকে বেরিয়ে আসতো রাজ্যের সেরা হিংস্র বাঘ। বাঘ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে আসামিকে টুকরো টুকরো করে দিত। যখনই এই ভাবে বিচ ার হত, কণ সুরে ঘন্টা বেজে উঠত ও ভাড়া করা পেশাগত কাঁদুনের দল কান্নাকাটি শু করে দিত। বিশাল জনসভা ভেঙে যেত। মাথা নিচু করে যে যার গৃহে ফিরে যেত। মনে মনে দুঃখ করত-হায়! এই যুবক অথবা শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধের এ কি নিষ্ঠুর ভাগ্য!

কিন্তু যদি অপরাধী অপর দরজাটা খুলত তাহলে বেরিয়ে আসতো বধূ বেশে এক নারী। আসামির রূপ যৌবন ও পদ মর্যাদা বিবেচনা করে রাজা পাত্রী ঠিক করে রাখতো। তখনই উভয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্পন্ন হত। বিবেচনা করা হত না এটা যে সে পাত্র হয়ত আগেই বিবাহিত অথবা তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। রাজা এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যাপার পুরস্কার অথবা শাস্তির বিচারের বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিত না। তৃতীয় এক দরজা থেকে আনন্দ সঙ্গীত ধবনির সঙ্গে বেরিয়ে আসতো নৃত্যরতা যুবতীরা যারা নব দম্পতিকে ঘিরে বিয়ের আসর জমজমাট করে তুলতো। জনগণ আনন্দ কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করত। নিরপরাধ প্রমাণিত লোকটিকে তার নববধূর সঙ্গে ফুলের ছড়া দিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হত।

এটাই ছিল রাজার আধো-বর্বর বিচার করার পদ্ধতি। এর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আসামি কোনভাবে জানতে পারে না কোন দরজা দিয়ে কে আসবে পর মুহূর্তে সে প্রাণ হারাবে না বিয়ে করবে। প্রতিবার একই দরজা দিয়ে বাঘ অথবা বধূ বের হত না। বিচার সভা শুধু নিরপেক্ষ নয়। তখনই বিচ ার কার্য্যকরী হত। দোষ হলে আসামির সেখানেই শাস্তি হত। নির্দোষ হলে সে হত তৎক্ষণাৎ পুরস্কৃত। রাজার মঞ্চ থেকে কোনভাবে বিচারের ফলাফল এড়াব ার উপায় ছিল না।

অনুষ্ঠানটা খুবই জনপ্রিয় ছিল। যখন লোকেরা জমায়েত হত তারা জানত না কি দেখতে আসবে—মরণ যন্ত্রণার ভয়াবহ দৃশ্য, না বিবাহ বাসরের হাসির জোয় ার। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল যত উত্তেজনা। জনগণের কষ্ট করে আসা হত সার্থক। সমাজের মাথা তার প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ পেত না। কেউ কি বলতে পারে যে বিচার নিরপেক্ষ নয়? আসামির নিজের হাতেই তার নিজের ভাগ্য। তাই না?

এই আধো-বর্বর রাজার ছিল এক কন্যা। পিতার কল্পনার মত রাজকন্যা ছিল ঝল্‌মলে আর রাজার মত কন্যার আত্মাও ছিল টগ্‌বগে ও দাম্ভিক। যা হয়ে থ াকে—কন্যা ছিল রাজার চোখের মণি। সবার অধিক রাজা এই কন্যাটিকে ভালোবাসত। রাজসভায় ছিল এক যুবক। সমাজের নীচু স্তরের মানুষের মত যুবকটি ছিল বীর, বলিষ্ঠ ও সৎচরিত্র। রাজকন্যা যুবকের গুণ দেখে খুশি হয়ে তার বর্বর ঝাঁঝালো শক্ত ভালোবাসা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেছিল। কয়েক মাস গোপনে এই প্রেমের ধারা বইবার পর হঠাৎ ব্যাপারটা রাজা জেনে ফেলল। এক মুহূর্তের জন্য রাজা তার নিজের দৃঢ় কর্তব্যের কথা ভুলে গেল না। যুবকটিকে তৎক্ষণাত বন্দি করা হল ও বিচারের দিন স্থির হল। এটি একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। রাজা ও প্রজারা উভয়ে বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই কৌতূহলী ও আগ্রহী। এর আগে কখনও এমনটি হয়নি। কখনও কোন প্রজা সাহস করে রাজকন্যার দিকে হাত বাড়াতে পারে নি। রাজ্যের খাঁচাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে সব থেকে হিংস্র বাঘকে জোগাড় করা হল। অপর দিকে আসামির রূপ-যৌবনকে সামনে রেখে বিচারকরা যোগ্য কন্যা খুঁজে রাখল। সবাই

জানত আসামির অপরাধের কারণ। সে রাজকন্যাকে ভালোবেসেছে। কন্যা অথবা যুবক অথবা কেউ এ কথা অস্বীকার করল না। কিন্তু রাজা এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যাপার তার নিরপেক্ষ কাজের (যাতে সে খুব আনন্দ পেত) কাঁটা হতে দেবে না। যে ভাবেই হোক-- যুবকটিকে সরাতে হবে। রাজা জানতে চাইল-- রাজকন্যাকে ভালোবেসে ছেলেটি অন্যায় করেছে কি না।

নির্দিষ্ট দিন এলো। দূর-দূর থেকে লোকেরা জড়ো হল। ভিড় মঞ্চের বাইরে উপছে পড়ল। রাজা ও সভার সবাই যে যার নিজের আসন নিল-- সেই যমজ দুই দরজার উল্টো দিকে। ভয়াবহ তাদের মিল।

সব প্রস্তুত। রাজা হাত তুলল। রাজ পরিবারের আসনের ঠিক তলায় একটা দরজা খুলে গেল আর রাজকন্যার প্রিয়তম মঞ্চের মাঝখানে হেঁটে এলো। তার দীর্ঘাঙ্গ সুপুষ সবল চেহারা দেখে দর্শকের মধ্যে শোনা গেল প্রশংসা মেশানো সমবেদনা। অর্ধেক লোক জানতই না তাদের মধ্যে এমন চমৎকার জোয়ান ছিল। এরই জন্য ত রাজকন্যা তাকে ভালোবেসেছে। কি সর্বনাশ যে তার মত এক যুবক এই মঞ্চে উপস্থিত!

রীতি অনুযায়ী যুবকটি এগিয়ে গেল রাজাকে নমস্কার জানাতে। কিন্তু সে রাজার কথা একেবারে ভাবছিল না। তার নজর ছিল রাজার ডান দিকে বসা রাজকন্যার ওপর। রাজকন্যার রক্তে যদি বর্বরতার কণা মেশানো না থাকতো তাহলে সে কখনই এখানে আজ উপস্থিত থাকত না। কিন্তু তার দুরন্ত আত্মা তাকে এখানে টেনে এনেছে। যে মুহূর্ত থেকে রাজকন্যা শুনেছে যে তার প্রেমিকের ভাগ্য বিচার হরে রাজমঞ্চে, সে রাতদিন খালি এই নিয়ে চিন্তা করে গেছে। এর আগে কার এত ক্ষমতা ছিল না। সেই ক্ষমতার জোরে রাজকন্যা অসাধ্য সাধন করেছিল। সে তার ক্ষমতা, প্রভাব আর চরিত্রের জোরে দরজার গুপ্ত রহস্য জেনে ফেলেছিল। সে জেনেছিল কোন দরজার আড়ালে বাঘ আর কোনটার পেছনে বধূ আছে। মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা ভারি দরজার আড়ালে কে বা কী আছে-- কার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অর্থ লোভ আর ক্ষমতার সাহায্যে রাজকন্যা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল।

আর রাজকন্যা শুধু এটাই জানত না যে কোন দরজার পেছনে লজ্জাবতী যুবতী বধূর সাজে অপেক্ষা করছে, সে আরো জানতো এই নারীর পরিচয়। রাজসভায় শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে যুবকের সাথি হবার জন্য বাছা হয়েছিল। আর এই সুন্দরীকে রাজকন্যা ঘৃণা করত। প্রায় সে দেখতো অথবা কল্পনা করত যে উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। এমন কি মাঝে মাঝে রাজকন্যা তাদের কথা বলতে শুনেছে - যদিও অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু রাজকন্যা কি করে জানবে ওইটুকু সময়ে কোন গাঢ় কথার আদান প্রদান হয়েছে কি না? হলেও হতে পারে। মেয়েটি যে সুন্দরী। কিন্তু তার বড় স্পর্দ্ধা যে সে রাজকন্যার পছন্দ করা পুষের দিকে চোখ তুলেছে! রাজকন্যার বংশপরম্পরা থেকে সঞ্চিত বর্বরতার হিংস্র আক্রোশ ফেটে পড়ল লজ্জাবতী বধূবেশে সুন্দরীর প্রতি।

রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে যুবকটি দেখল সে সবার অধিক বিচলিত হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। প্রেমের যাদুকাঠি দিয়ে অভাগা ছেলেটি তখনই বুঝতে পারল যে রাজকন্যা দরজা দুটোর রহস্য বুঝতে পেরেছে। সে অবশ্য আশা করেছিল যে রাজকন্যা তাই জানবে। সে প্রিয়ার স্বভাব জানতো এবং আরো জানতো যে যতক্ষণ না রাজকন্যা জানছে কোন দরজার পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হবে না। এটাই ছিল যুবকটির একমাত্র আশা।

দ্রুত দৃষ্টি দিয়ে রাজকন্যার কাছে তার নির্বাক প্রশ্ন জানালো। কোন দরজা? রাজকন্যার কাছেও তার দৃষ্টির মানে পরিষ্কার। এক মুহূর্তে প্রশ্ন করা হয়েছে। দ্রুত জবাব দিতে হবে।

রাজকন্যার ডান হাত বিশ্রাম করছিল গদি আঁটা বারান্দার রেলিংয়ের ওপর। ডান হাত উঠিয়ে সে ডান দিকে ঘুরে বসল। প্রেমিক ছাড়া কেউ তার কৌশল লক্ষ্য করল না। প্রত্যেকে যুবকটিকে দেখছিল সে ঘুরে ধীর পদক্ষেপে শূন্য স্থান দিয়ে হেঁটে গেল। দর্শকরা দম বন্ধ করে হতবাক হয়ে রইল। কার চোখের পাতা পড়ল না। দ্বিধা না করে সে ডান দিকের দরজাটা খুলে দিল।

কে বেরিয়ে এলো? নারী না বাঘ? পাঠক কি বলেন? যত ভাবি তত প্রশ্নটা কঠিন হয়। জবাব জানতে গেলে, মানুষের মনের হিংসা ও ভালোবাসার গোলকধাঁধায় আমরা হারিয়ে যাই। পাঠক- নিজের কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে মনে করতে হবে রাজকুমারীর কথা। ক্রুদ্ধ আধো-বর্বর প্রেমিকার বুক জ্বলছিল হিংসা আর হতাশার আগুনে। সে তার প্রেমিককে হারিয়েছে। কিন্তু অপরে তাকে পাবে?

বহুবার.....বহুবার রাজকন্যা স্বপ্ন দেখেছে বাঘ তার প্রিয়তমকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দেখে সে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু আরো অনেকবার সে দেখেছে তার প্রেমিক অপর দরজা খুলে নববধূকে দেখে আনন্দিত। তখন রাগে রাজকন্যা দাঁত কামড়ে নিজের চুল ছিঁড়েছে। আক্রোশের জ্বালায় তার আত্মা খেপে উঠেছে যখন সে স্বপ্নলোকে দেখেছে নবদম্পতিকে জনসাধারণ উলুধ্বনির মাঝখানে ঘর বাঁধতে নিয়ে যাচ্ছে।

হাত তুলতে রাজকন্যার সময় লাগে নি-- এক পলকের ব্যাপার। কিন্তু পর পর বিনিদ্র রাত কাটাবার পর সে এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। সে জানতো প্রেমিক তাকে প্রশ্ন করবে। আর কি জবাব দেবে এও জানতো। দ্বিধা না করে সে তার হাতটা ডান দিকে নির্দেশ করেছে।

আমি লেখক একা এই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে সাহস করব না। তাই সবার ওপর ভার দিলাম। কে খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল -নারী না বাঘ?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com